R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৩০শে মে, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

জেলায় টেলিফোন ও টেলিগ্রামের অব্যবস্থা আজ চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল যে যন্ত্রের, আজ তার যন্ত্রণাই মানুষকে করে তুলেছে অতিষ্ঠ, চরম বেনিয়ম আর স্বেচ্ছাচার করেছে বিক্ষুব্ধ। বলছি দূরভাষ বা টেলিফোনের কথা। মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতা বা অন্যত্র দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যমের একমাত্র সহজ রাস্তা দূরভাষ। বহরমপুর আর ধুলিয়ান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ১১টি লাইন মারফৎ বাইরে ট্রাংকলাইন সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে গোটা জেলার মধ্যে। বলতে বাধা নেই, দূরভাষ প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা, বৈষম্য এবং যন্ত্রপাতির দুর্বলতা মানুষের অনাস্থা কুড়িয়েছে বিস্তর। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, ট্রাংক লাইনের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও দূরভাষকে কাছে পাওয়া আজ রীতিমত দুঃসাধ্য। অনেক সময় যন্ত্র নামক দানবটি নড়তেই চায় না। এর উপর রয়েছে প্রশাসনিক কর্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে লাইন বুক রাখার খামখেয়ালী অভ্যাস। সাধারণ মানুষ এর প্রায়শ্চিত্ত করছে পদে পদে। জেলায় দৈনিক সংবাদপত্রের সংবাদদাতারাও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কলকাতায় টেলিফোন মারফৎ পাঠাতে হিমসিম খাচ্ছেন। তাঁদের কল আটক রাখা হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী, লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, সাগরদীঘিসহ যে কটি এক্সচেঞ্জ রয়েছে তাতে ট্রাংক সারভিস চালু নেই। কেবলমাত্র রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জে মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্বত্র ট্রাংক করার প্রথা চালু রয়েছে। লোকাল এক্সচেঞ্জগুলোকে তাই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহরের বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ মে—গতকাল স্থানীয় রেজিষ্ট্রি অফিসের পেছনে একটি আমবাগানে প্রকাশ্য দিবালোকে বিনয় হালদার নামে একজন নাগরিক খুন হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল দশটা নাগাদ একজন আততায়ী ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বিনয় হালদারকে সাংঘাতিকভাবে জখম করে পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরের পর আজ তাঁর মৃত্যু ঘটে। হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা না গেলেও পুলিশের অনুমান, পুরনো শত্রুতার ফলে বিনয় হালদার নিহত হয়েছেন। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। শহরের বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে খুন হওয়ায় এবং আততায়ী ধরা না পড়ায় নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিক্ষোভ যুগপৎ দানা বেঁধেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মে মাসে জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৫টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ একটিও হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে না পারায় সাধারণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামের রাস্তা অচল, টিউবওয়েল বিকল

সাগরদীঘি, ৩০ মে—এই ব্লকের ডাঙবাইল থেকে পানীহা অবধি গ্রাম্য সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ থানা সদর সাগরদীঘির সঙ্গে দশ হাজার গ্রামবাসীর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই সড়কটি। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে সড়কের মাটি ক্ষয়ে গিয়ে যানবাহন ও পথচারীদের যাতায়াত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। গ্রামবাসী-দের তরফ থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সড়ক সংস্কার ও জল নিষ্কাশনের দাবি জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় আবার তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এ খবর দিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ অকেজো যন্ত্রপাতি দিয়ে গ্রামে টিউবওয়েল বসানোয় সেটি বিকল হয়ে পড়েছে। এ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিয়োগের দাবিতে দিল্লীতে ডেপুটেশন

সংবাদদাতা : ফরাক্কা কৃষক মজদুর কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিয়োগসহ দশ দফার দাবির ভিত্তিতে ২২ মে নতুন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শক্তি-মন্ত্রী পি রামচন্দ্রনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছে। কমিটির সম্পাদক জানিয়েছেন, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাঁচ হাজার লোক নিয়োগ করা হবে। প্রতিনিধিরা যুক্ত সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার দাবি জানালে শক্তিমন্ত্রী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিষয়ক দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

এ ছাড়াও ২৩ মে দিল্লীতে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসো-সিয়েশনের ১৫ দফা দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী সুরজিৎ সিং বারনালার মুখ্য সচিবের সাথে আলোচনা চালানো হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে আগষ্ট মাসের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্লক আর ব্লক নয় পঞ্চায়েত সমিতি

বিশেষ প্রতিনিধি : এখন থেকে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসকে আর ওই নামে অভিহিত করা যাবে না। বলতে হবে পঞ্চায়েত সমিতি। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পরিচিত হবেন একজিকিউটিভ অফিসার নামে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যের ৩৩৬টি ব্লক অফিসে রাজ্য সরকার এই মর্মে সারকুলার পাঠিয়েছেন। নতুন সার-কুলারে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস বা অফিসার নতুন নামে পরিচিত হলেও, এখনও সব কাজ চলছে পুরনো নামেই অর্থাৎ বিডিওর নামে।

দেরীতে আসার শাস্তি

অরঙ্গাবাদ, ২৯ মে—সুতী ২নং জে এল আর ওকে ২১ মে তাঁর অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে জে এল আর ও অজিত সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ তিনি প্রতিদিন দু'তিন ঘন্টা দেরী করে অফিস আসেন। এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও তিনি তাঁর অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। ফলে জনসাধারণের হয়রানি বেড়েছে বহু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্মানের লড়াই

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ মে—বুধবার রাত্রে এই থানার একজন কনসটেবল নাকি মত্ত অবস্থায় জনৈক এস আইকে গালিগালাজ করলে সংশ্লিষ্ট এস আই কনসটেবলকে নাকি মারধোর করেন। এই অভিযোগ পেয়ে জঙ্গিপুর এমার-জেনসি লাইন থেকে একদল পুলিশ কর্মচারী এসে থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকলে নন-গেজেটেড পুলিশ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬।

নিষ্করুণ জ্যৈষ্ঠ

ঋতুর ধারা বদলাইয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বাংলার ঋতুমহিমার বর্ণনা আর চলে না। কবির বৈশাখ ভৈরব, রুদ্র, দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীরূপে আখ্যাত হইয়াছিল। গ্রীষ্মের দাবদাহ ছিল এইসব বিশেষণের মূল কথা। কিন্তু এখন আর বৈশাখই সেরূপ নহে, জ্যৈষ্ঠকেও একই পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

নিষ্করুণ আকাশ প্রতিদিনই অগ্নিবাণ বর্ষণ করিতেছে। গ্রীষ্মের উষ্ণ নিঃশ্বাস চৈত্র-বৈশাখেই দেখা যাইত। ইহাকে চলিত কথায় 'ঝামাল,' 'ঝলান' ইত্যাদি বলা হয়। জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মে তাহা থাকে না। কেন না কালবৈশাখীর আগমনে শুষ্ক তাপ-প্রবাহ বিদায় নেয়। বর্তমান বর্ষে কালবৈশাখীর সাক্ষাৎ মিলে নাই। শুষ্ক তাপপ্রবাহ পুরামাত্রায় চলিতেছে। অগ্নিঝরা দিনগুলি তাই আজ সর্বত্র আশঙ্কা জাগাইয়াছে—আবার বুঝি 'খরা' আসিল। আউস ধান, পাট চারা শুকাইতেছে।

রাঢ়-বাংলায় চাষীরা আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। ক্যানেলের যে জল-সম্পদ, তাহা এই রাজ্যের জন্য নহে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে সবুজ বিপ্লব আসিয়াছে। বাংলায় সে বিপ্লব কোথায়? বাংলা খন্দের দিক দিয়া ঐসব রাজ্যের মুখাপেক্ষী। রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় খরা চলিতেছে। এই শুখা মরশুমে ক্যানেল জল দিতে অপারগ। ফলে আকাশের দিকে চাহিয়া 'ফটিক জল'-এর তৃষ্ণার্তি প্রকাশ ছাড়া আর কিছু উপায় নাই।

বৃষ্টি কবে নামিবে—তাহা এখনও অনিশ্চিত। বৃষ্টিরও ধারা বদলাইয়াছে। প্রথম ঝোঁকেই এমন প্রচণ্ড বর্ষণ হয়, যাহা ধান পুঁতিবার কালে প্রয়োজন। জলমগ্ন ক্ষেতে বীজ ফেলিতে হয় বাধ্য হইয়া। সে বীজচারা তুলিয়া লাগাইতে আর বৃষ্টি পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, বর্ষার বর্ষণও সময়োপযোগী হইতেছে না। তাই বলিয়াছি ঋতুকাল ও বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়াছে। ধান ফসল এবার মার খাইবে কিনা তাহার চিন্তা ভাবনা শুরু হইয়াছে।

ভাগ্যাহত পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি আঘাত আসিতেছে কিনা, বলা শক্ত। খরা দুর্যোগে সেই আশঙ্কা আসিয়াছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আমরা

ফরাক্কায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনার কথা শুনেছিলাম বহু দিন আগে। এখন শুনছি হচ্ছে। যেই সে ব্যাপারে জমি অধিগ্রহণ, জরিপ ও ভি আই পি স্তরে বিবৃতিসহ আনাগোনা শুরু হয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বেকারদেরকে নিয়ে উলঙ্গ রাজনীতি। দেওয়ালের লেখা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে মানুষের কাছে। গম চুরির ব্যাপারে কোন কোন নেতা বিবৃতি দিতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে বসছেন 'সাবধান! তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সব বেকারকেই কাজ দিতে হবে। এ নিয়ে রাজনীতি সহ্য করবো না।' লোক মুখে ববাহূত অনাহূত হয়ে বহু কথা কানে আসে, স্থানীয় পত্রিকাতেও লেখা বের হয়। কিন্তু আসল চিত্রটা কি? জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদের বেকার যুবকরা কতটুকু খবর রাখেন এ নিয়ে জানি না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে যে সাংঘাতিক ও অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া খবর পেয়েছি তা বেকারদের ও তথাকথিত বেকারদরদী, অন্তঃসারশূন্য প্ল্যান-প্রোগ্রামহীন, দুর্ব্বল বিবৃতিসর্ব্বস্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জানাবার চেষ্টা করছি। এতে আমার কোন উস্কানি নেই। বেকারদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন যদি কোনদিন সোচ্চার হয়ে রাজপথে গর্জ্জে ওঠে এবং তা যদি রাজনীতির রং-এ রঙীন না হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বাঁচার লড়াই হয়—আমি থাকবো প্রথম সারিতে। আমি শুনলাম (১) ফরাক্কায় যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় হতে যাচ্ছে তাতে বিহার প্রয়োজনীয় সমস্ত কয়লা সরবরাহ করবে। প্রতিশ্রুতি হোলো টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডস ১০০% নিতে হবে শুধুমাত্র বিহার রাজ্য থেকে। (২) বর্তমান রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান ও হিসাব অনুযায়ী নাকি দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা উত্তরবঙ্গ অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ পিছিয়ে। উত্তরবঙ্গের যুবভাইরা দু'বেলা খেতে পাচ্ছেন না। কিছু লোকের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চা বাগান বা ছোট শিল্প আছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদের মতো প্রতি পরিবার পিছু ১২/১৫ বিঘা জমি নাই। মুর্শিদাবাদের বেকারদের তবুও ভাতটা আছে, উত্তরবঙ্গের তাও নেই। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রথম সুযোগ পাবে উত্তরবঙ্গের বেকাররা। (৩) মুর্শিদাবাদের বাইরের বহু বেকার স্থানীয় আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা দিয়ে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে চলেছেন বেকারীর জ্বালা যদি দূর হয় এই আশায়। গত ২৪-১৯ তারিখ পর্যন্ত যার সংখ্যা ৪৭০০০। (৪) রাজনৈতিক দলস্তরে চাকরির তালিকা তৈরী হচ্ছে এবং তাতে অনেকেরই পকেট বেশ ভারী হচ্ছে কংগ্রেসী আমলের মতোই। প্রথম দু'টি সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারের জনৈক চুরুট মন্ত্রী সমর্থন জানিয়েছেন। সেই ভাবেই কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গিপুর মহকুমার বেকার ছেলেরা জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যখন পাড়ি দিতে চাইছে সারা-জীবনের মতো, ভুটান রাজ্যে একটা ঘর বাঁধা দেখে। মোট কর্মীর দরকার তো ফরাক্কায় ৫ হাজার। বিহার দেবে ১৫০০, উত্তরবঙ্গের জন্য থাকবে ২ হাজার, কলকাতা, উড়িষা, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ থেকে আসবে অন্ততঃ ১ হাজার, সারা বাংলায় রাজনৈতিক দাদাদের তরফ থেকে তালিকা জমা পড়বে অন্ততঃ ১ হাজার যুবকের, যাদের শতকরা ৬০ জনের বেকারত্ব বিচার হবে টাকার মাপ-কাঠিতে, শতকরা ২০ জন পাবে সত্যিকারের পার্টি ক্যাডার বলে, বাকী ২০ জন পাবে রাইটার্স-এ খুঁটির জোর এবং আত্মীয়তার দৌলতে। অতএব মুর্শিদাবাদের অরাজনৈতিক গরীব ও সত্যিকারের সংস্থানহীন সংসারের একমাত্র আশার আলো যে যুবক বা যুবতী তার ভাগ্যে জুটবে বিরাট এক কাঁচকলা, যা জঙ্গিপুরের ভাগ্যে চিরকাল জুটেছে। এখানে বাতেলা আছে, পরস্পরে হানাহানি আছে, কুৎসা রটনা আছে, পিছনে লাগা আছে; নেই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চূড়ান্ত ডাক দেবার মতো বলিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক নেতৃত্ব। আমার দশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা একথাই বলে। তবে এ জিনিস যদি বন্ধ করতে হয়, এ চক্রান্ত যদি গুঁড়িয়ে দিতে হয়, তবে এখনই রাস্তায় নামা উচিত এবং তা এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে হয় বন্দুকের গুলিতে না হয় চাকরি দিয়ে বেকারত্ব জীবনের মতো ঘুঁচিয়ে দাও। আপনারা কি তা পারবেন? ভগবান করুন আমার সব খবর বাজে হোক, কিন্তু যদি সত্যি হয় তখন? —চিত্ত মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ।

সাহায্য লাভে বঞ্চিত

সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির সভায় রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের কয়েকটি মহিলা সমিতির নাম গভর্ণমেণ্টের এককালীন মোটা অঙ্কের সাহায্যের জন্য ব্লক পর্যায়ে নথিভুক্ত হয়। এই রেজুলেশনে এমন একটি মহিলা সমিতিকে এই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে যার বয়স মাত্র এক মাস। এই সমিতির নেত্রী পঞ্চায়েতের সভ্যা বলে হয়তো তা সম্ভব হয়েছে। মির্জাপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিষ্ট্রিকৃত (নং এস/ ২৩৭৫৯) নবভারত মহিলা মহল আজ প্রায় এক বৎসর হল আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের অনেক ছোট ছোট মেয়েদের এই কেন্দ্রে খো-খো, কাবাডি ও বাংলার ব্রতচারী নিয়মিত অভ্যাস করান হয় এবং এর সমাজ সেবামূলক কাজ: যুব কল্যাণ বিভাগ (পঃ বঃ) ও নেহেরু যুব কেন্দ্র (ভারত সরকার) পরিচালিত গ্রামের দুঃস্থ মহিলাদের মহিলা তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা। বর্তমানে কুড়িজন মহিলা উক্ত প্রশিক্ষণে শিক্ষিত হতে চলেছেন, কিছু দিনের মধ্যেই ইউ বি আই রঘুনাথগঞ্জ শাখা থেকে লোন নিয়ে নিজ নিজ তাঁতের রোজগারে অনটনগ্রস্ত সংসার স্বচ্ছল করায় সাহায্য করবে। এই নিরক্ষর মহিলাদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগে লেখাপড়ার প্রয়োজন ভেবে একটি মহিলা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও চালু করা হয়েছে। দুঃস্থ সমাজ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড সুস্থ করতে নবভারত মহিলা মহল যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা নিঃসন্দেহে ভালো। সরকারের নজর নিশ্চয় এইরূপ সংস্থার দিকে থাকবে। কিন্তু এই মহলের কোন নেত্রী পঞ্চায়েতের সভ্যা না হওয়ায় সরকারী সাহায্য লাভে বঞ্চিত হচ্ছে না কি? —করুণাময় দাস, মির্জাপুর।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Tender Notice No. 5 of 1979-1980

Executive Engineer Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad invites sealed tenders in W. B. F. No. 2911 (ii) from enlisted class I contractor of I. & W. D. and open as per rule for the works noted below.

Name of Work : 1. Repairs & restoration to existing bank pitching & apron in the u/s. & d/s. of spur No. N 2 on the Rt. bank of river Ganga damaged by the flood of '78 at Brahmangram-Hazarpur reach in P. S. Farakka Dist. Murshidabad.

2. Repairs & restoration to existing bank pitching & apron in the d/s. of spurs No. U 9 & N 1 & u/s. of spur No. E 11 on the Rt. Bank of river Ganga damaged by the flood of '78 at Brahmangram-Hazarpur reach in P. S. Farakka, Dist. Murshidabad.

3. Repairs & restoration to the existing spur No. 1 (a) and bank pitching & apron in the u/s. & d/s. of spurs No. 12 & 1 (6) & d/s. of spur N 1 on the right bank of river Padma damaged by the flood of '78 at Sekhalipur reach in P. S. Raghunathganj Dist. Murshidabad.

4. Repairs & restoration to existing bank pitching & apron for a length of 800 ft. on the Rt. bank of river Ganga damaged by the flood of '78 at Bajitpur area in P. S. Suti, dist. Murshidabad.

5. Repairs & restoration to existing bank pitching & apron for a length of 5 0 ft. at d/s. of spur No. 15 & in the Debipur-Aurangabad reach on the Rt. bank of river Ganga damaged by the flood of '78 in P. S. Suti, Dist. Murshidabad.

6. Repairs & restoration to existing spurs No. 1 & 4 on the Rt. bank of river Ganga damaged during the flood of '78 at Durgapur reach in P. S. Samserganj, Dist. Murshidabad.

Estimated Cost : 1. 1,69.424/-, 2. 1,69,424/-, 3. 4,73,979/-, 4. 2,66,766/-, 5. 1,57,880/-, 6. 1,85,831/-

Earnest Money : 1. 3,388/-, 2. 3,388/-, 3. 9,480/-, 4. 5,335/-, 5. 3,758/-, 6. 3,718/-

Cost of Farm : Rs. 10/- (all sls.)

Last day of application for tender form is upto 1-30 P. M. on 7. 6. 79. Tender will be received upto 1-30 P. M. on 9. 6. 79 and opened in publicly soon the reafter. Other details will be available from the office of the undersigned. No payment will be possible with in four months from the date of commencement of works. It may further be delayed depending upon the availability of funds. Earnest money of the Ist three lowest tenderers can not be refunded before acceptance of the tenders and execution of duplicate tender by the concerned contractor.

Works will be taken up us and when necessary. It may not at all be taken up if the situations as regards sites and fund does not permit to take up the works.

SD/- **S. K. Dey**
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

প্রকাশিত হইল
স্থানীয় কথাশিল্পী
কাজী আমিনুল ইসলাম
রচিত উপন্যাস
জীবনের রং ধূসর
এক ধারে কৃষক ও বিড়ি শ্রমিকের উপর শোষণ—অপরদিকে তাদের জীবন-সংঘাতের ছবি—এতদঞ্চলের এক বাস্তব চিত্র।
: প্রাপ্তিস্থান :
ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, রঘুনাথগঞ্জ
মুরশিদাবাদ বার্তা কার্যালয়,
বহরমপুর

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর • ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১০

নজরুল জয়ন্তী

গত ১১ জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জস্থ ফুলতলায় স্থানীয় কিশোর সম্প্রদায়ের পরিচালনায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৮০তম জন্মতিথি পালন করা হয় এক অাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই উপলক্ষে কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতায় চারজন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল। মহকুমার অন্যান্য স্থানেও নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

অব্যবস্থা আজ চরমে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্ভর করতে হয় বহরমপুর, ধুলিয়ান ও রঘুনাথগঞ্জের উপর। আবার রঘুনাথগঞ্জ থেকে জেলার বাইরে ট্রাংকের জন্য নির্ভর করতে হয় বহরমপুর ও ধুলিয়ানের করুণার উপর। অভিযোগ, বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ এক্সচেঞ্জকে নিয়মমত কল দেয় না। গ্রাহকরা অসন্তুষ্ট হন স্থানীয় এক্সচেঞ্জের উপর, কিন্তু তাঁরা নিরুপায়। রঘুনাথগঞ্জে মোট ৯০টি টেলিফোন লাইন রয়েছে কাজেই এখানকার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। অভিজ্ঞতায় তিক্ততা দিন দিন বাড়ছে। টেলিফোনের যখন এই অবস্থা টেলিগ্রামের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। সাধারণ চিঠিও অনেক ক্ষেত্রে পৌঁছায় টেলিগ্রামের আগে। এক্ষেত্রেও অভিযোগ, বহরমপুর পোষ্ট অফিসের বৈষম্যমূলক আচরণের। সেখানে জেলার সমস্ত টেলিগ্রাম জমা হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকে অদ্ভুত অনিয়মে। প্রেস টেলিগ্রাম কোন গুরুত্ব পায় না। ফলে জেলার বুকে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনাই প্রকাশ পায় না সংবাদপত্রের পাতায়। মুরশিদাবাদ জেলায় টেলিফোন আর টেলিগ্রামের এই অব্যবস্থা আর কতদিন চলবে কে জানে ?

সম্মানের লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মচারী সমিতির সভাপতি তারাপদ চ্যাটার্জির অনুরোধে তাঁরা শান্ত হন এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে সংশ্লিষ্ট এস আই ও কনসটেবল উভয়েই লিখিত অভিযোগ পেশ করেন বলে জানা যায়।

প্রকাশ্য দিবালোকে খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। মহকুমার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে বলে জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মেছে। মে মাসে কোন থানা এলাকায় কতজন খুন হয়েছেন তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :

২ মে সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় ১ জন, ৩ মে সুতী এলাকায় ১ জন, ৪ মে রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় ৪ জন, ১২ মে রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন, সাগরদীঘি থানা এলাকায় ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ মে এই চারদিনে দৈনিক একজন করে ৪ জন, ১৫ মে সুতী এলাকায় ১ জন এবং ২৬ মে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ১ জন খুন হয়েছেন।

রাস্তা অচল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পর্কে বিডিও অফিসে অভিযোগ করায় তদন্ত হয়েছে এবং জানা গেছে অনুমোদিত ২৫০০ টাকার জায়গায় মাত্র ১৩০০ টাকায় নতুন টিউবওয়েল বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করায় টিউবওয়েলটি বিকল হয়ে পড়েছে। টিউবওয়েলটি তুলে ভালো যন্ত্রপাতি দিয়ে আবার বসানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও তা করা হয়নি বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

দিল্লীতে ডেপুটেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। উভয় দিনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন দিল্লীর এম পি ব্রজভুষণ তেওয়ারী, যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম এ সামাদ এবং মুরশিদাবাদ জেলা যুবনেতা মোজাম্মেল বিশ্বাস।

দেরীতে আসার শাস্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমেনি। ২৭ মে তিনি যথারীতি তিন ঘন্টা দেরীতে অফিস এলে জনসাধারণ তাঁকে অফিসে ঢুকতে বাধা দেন।

মর্মান্তিক মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ মে—আজ ভাগীরথী নদীতে তিন বছর বয়সের একটি মেয়েকে ডুবে যেতে দেখে আর একটি মেয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেও তলিয়ে যায়। দু'জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল
মেখে ঘুরে বেড়াতে
অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে
চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা
অসুবিধা হলে রাত্রে
শুতে যাবার আগে ভাল
করে জবাকুসুম মেখে
চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে
চুল তো ভাল থাকেই
ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of
an important efforts"

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

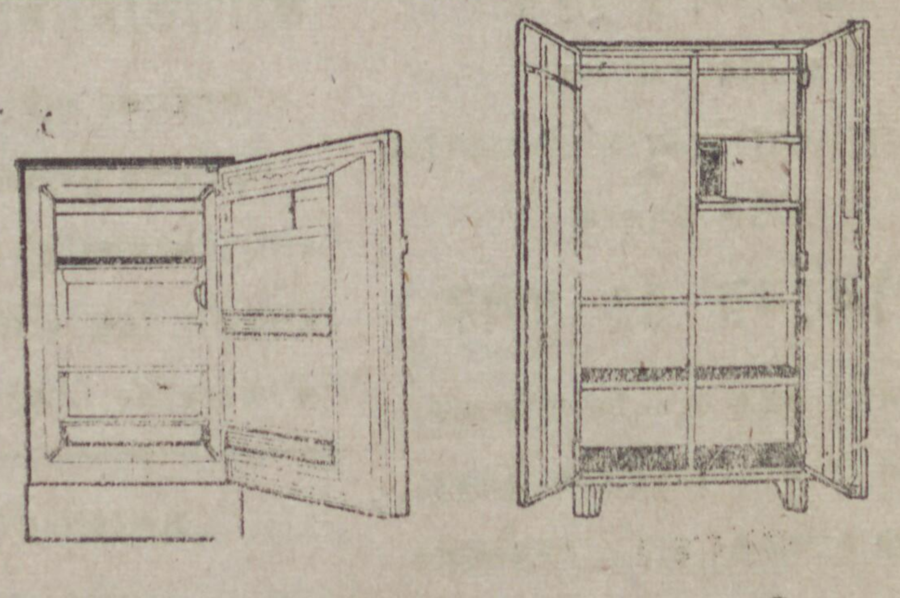

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।